পোশাক বিতর্কে ইন্দখারা প্রাথমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ স্কুলের পোশাক সরবরাহের সরকারিভাবে স্বসহায়ক গোষ্ঠীগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও তা না মানার অভিযোগ উঠলো ইন্দখারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তারই জেরে শিক্ষককে ঘেরাও করলে উত্তাল হয়ে ওঠে স্কুল চত্বর। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। স্কুলের ড্রেস দেওয়া নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল ইন্দখাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। সংঘের স্বসহায়ক দলগুলিকে বাদ দিয়েই স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে পোশাক দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়াতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সংঘের মহিলারা। এর জেরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে সংঘের মহিলারা। সংঘের মহিলাদের পাশাপাশি অভিভাবকেরাও প্রধান শিক্ষকের অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ দেখায়। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত দুধকুন্ডি স্কুলের ইন্দখাড়া প্রাথমিক স্কুলে। নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ড্রেস দেবার কথা হল সংশ্লিষ্ট স্বসহায়ক দলগুলির। ঝাড়গ্রাম ব্লকের দুধকুন্ডি অঞ্চলের ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পোশাক দেবার দায়িত্ব পেয়েছে দেবিকা সংঘ। এই দেবিকা সংঘের মহিলারা অভিযোগ করেন, ইন্দখাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাদের বাদ দিয়ে নিজেই পোশাক কিনেছেন। আরো অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের পোশাক না দিয়েই পোশাক দেওয়া হয়েছে বলে প্রচার করতে থাকেন। কিছু দিন আগে যখন সংঘের মহিলারা পোশাকের মাপ নেবার জন্য স্কুলে গিয়েছিলেন তখনও স্কুলের শিক্ষক বলেন নি যে, তিনি নিজেই পোশাক কিনবেন। এর জেরে এদিন দেবিকা সংঘের মহিলারা একজোট হয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে পুরো বিষয়টি জানতে চায় এবং সাথে সাথে স্কুলে ঝামেলা শুরু হয়। সেই মুহূর্তে গ্রামবাসীরাও স্কুলে এসে হাজির হয় এবং প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ উগারে দেন। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

পটাশপুরে ব্লক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হল। উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক জ্যোতির্ময় কর-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ধর্ষণ ঃ খুনের চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ গড়বেতা লাগোয়া পর্যটন কেন্দ্র গনগনিতে কাজ দেওয়ার নাম করে ডেকে এক যুবতিকে গণধর্ষণের পর প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করার অভিযোগ তিন যুবককে গ্রেপ্তার করল গড়বেতা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় একটি মারুতি গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। নির্যাতিতা যুবতি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার তাঁকে কাজ দেওয়ার নাম করে দেখা করার কথা বলে ওই তিন যুবক। সেইমতো তিনি গড়বেতার রসকুণ্ডুর কাছে ওই যুবকদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে একটি মারুতি গাড়িতে চাপিয়ে গড়বেতা লাগোয়া পর্যটন কেন্দ্র গনগনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, সেখানে তাঁকে তিনজনে মিলে গণধর্ষণ করে। প্রাণে মেরে ফেলার জন্য ধাদে ঠেলে দেয়। এরপর ওই যুবতি চিৎকার করলে অভিযুক্ত যুবকরা পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী এসে ওই যুবতিকে উদ্ধার করে প্রথমে গড়বেতা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই তাঁকে মেদিনীপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। জানা গেছে, গত সোমবার চন্দ্রকোনা রোডের একটি লজে এসে ওঠে বহিরাগত তিন যুবক। সেখানে থাকাকালীন কাজ পাইয়ে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে গড়বেতার পানিকোটর গ্রামের এই যুবতির সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। রাতে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে।

বিড়লা কান্ডে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ জিডি বিড়লার নক্কারজনক ঘটনা ও থ্রেফতারের প্রতিবাদে মেদিনীপুর জেলা শহরে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করল এসইউসিআই (সি) দলের গণসংগঠন ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস। এদিন মেদিনীপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিলে সোচ্চার হয়ে আওয়াজ তোলা হয়। অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। দিনে দিনে বেড়ে চলা অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আওয়াজ ওঠে এই প্রতিবাদ মিছিল থেকে। উপস্থিত ছিলেন ডিএসও রাজ্য কমিটির সদস্য সিদ্ধার্থ ঘাঁটা, এমএসএস জেলা সম্পাদিকা জানান, যেভাবে জিডি বিড়লা স্কুলে ৪ বছরের শিশুকে দুজন শিক্ষক মিলে যে নির্যাতন চালালো, তা অত্যন্ত ঘৃণ্য। তিনি জানান, ছাত্র সংগঠন ডিএসও, যুব সংগঠন ডিওয়াইও, মহিলা সংগঠন এমএসএস-এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়ে জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে এইরকম ঘটনায় তীব্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা জানানো হয়। সাথে সাথে বিড়লা স্কুলের সামনে প্রতিবাদে সামিল অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করা হয়।

বকাবকি করায় ছাত্রীর আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ পড়াশোনা নিয়ে বাবার বকাবকিতে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে ঘরের মধ্যে আত্মহত্যা করল সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। ঘটনাটি চন্দ্রকোনা পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ড খিড়কিবাজার এলাকার। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ছাত্রীর নাম রুবিনা খাতুন (১৪)। চন্দ্রকোনা পৌরসভারই ৫নং ওয়ার্ড বড়বাজার হাইমাদ্রাসায় পড়তো মৃত ছাত্রী। মৃত ছাত্রীর বাবা পেশায় ট্রাকচালক সাত্তার মন্ডল বলেন, তিন মেয়ের মধ্যে রুবিনা সবার ছোট ছিল। স্বামী-স্ত্রী তিন মেয়েকে নিয়ে সংসার। গাড়ি চালিয়ে অনেক কষ্টে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি। ভালোভাবে লেখাপড়া করে ভালো ফল পাক এটাই চাইতাম। রুবিনার স্কুলে পরীক্ষা চলছে। মঙ্গলবার পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে নিয়েই বকাঝোকা করেছিলাম। মারধরও করিনি। রেজাল্ট ভালো না হলে দেখবি শুধু এটুকুই বলেছিলাম। তাতেই যে এরকম ঘটাবে কে জানতো। ঘটনা সম্পর্কে সাত্তার মন্ডল জানান, মঙ্গলবার বিকালে ওকে বকার পর আমি বাইরে চলে যাই, আমার স্ত্রী বড়ো মেয়েকে বাসে তুলতে যায় সামনের বাসস্ট্যান্ডে। বাড়িতে একাই ছিল ছোট মেয়ে। ওই দিন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ স্ত্রী বাড়ি ফিরে এসে দেখে ভিতর থেকে তালা লাগানো। জানলা দিয়ে দেখতে গিয়ে স্ত্রী দেখে গলায় ফাঁস লাগিয়ে রুবিনা ঝুলছে। চিৎকার করলে পাশাপাশি লোকজন জুটে যায়, আমি বাজারেই ছিলাম খবর পেয়ে ছুটে এসে মেয়েকে উদ্ধার করে চন্দ্রকোনা হাসপাতালে নিয়ে যাই। তৎক্ষণাৎ ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করে। হাসপাতালের তরফে চন্দ্রকোনা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহ নিয়ে যায়। বুধবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য ঘাটাল হাসপাতালে পাঠায় চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। ঘটনায় শোকের ছায়া মৃত ছাত্রীর পরিবারে।

ডঃ বাবা সাহেব আম্বেদকরের ৬১ তম মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির নন্দীগ্রাম যুব মোর্চার পক্ষ থেকে টেঁকুয়া থেকে নন্দীগ্রাম বিডিও অফিস পদযাত্রা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। নন্দীগ্রামে ৩ কিমি রাস্তা জুড়ে প্রায় ৩০০ যুবকের উপস্থিতিতে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সম্পন্ন হয়। নিজস্ব চিত্র

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার সুতাহাটা থানার চকশ্রীকৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে মঙ্গলবার একটা বাঘরোল উদ্ধার করলো বন দফতর। নিজস্ব চিত্র

মহিষাদলে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা

জুলফিকার আলি, মহিষাদল

রাজ্য সরকার পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে এসে দিঘাতে একথা ঘোষণা করার পর এলাকার মানুষের মধ্যে বইছে খুশির হাওয়া। মহিষাদলে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে (এইচডিএ) জমি দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠির উত্তরে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট মহিষাদলের কাপাসএড়িয়ার কাছে বামুনিয়ায় এইচডিএ-র ল্যান্ডব্যাঙ্কের যে ১০ একর জমি আছে সেই জমির কথা রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরকে পাঠিয়েছেন সংস্থার চিফ এক্সজিকিউটিভ অফিসার। একথা জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী তথা এইচডিএ-র চেয়ারম্যান শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুবাবু বলেছেন, রাজ্য সরকার পূর্ব মেদিনীপুর একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রস্তাব ছিল জেলার মধ্যস্থল হিসাবে নিমতৌড়িতে। কিন্তু সেখানে ১০-একর জমি না পাওয়ার জন্য রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর জমি চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। সেই চিঠির উত্তরে এইচডিএ বামুনিয়ায় এইচডিএ-এর ল্যান্ডব্যাঙ্কের জায়গাটার কথা জানিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেছেন, ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে মহিষাদলের বামুনিয়ায় এইচডিএ-র ২০ একর জমি রয়েছে, তার থেকে ১০ একর জমি আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে পারি। তবে প্রধান ও নেতাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পর আবার কেউ রাস্তায় নামলে মুশকিল হবে। তখন এ ব্যাপারটা নিয়ে বিডিও, সভাপতি এবং প্রধানকে দেখতে হবে। সেই সঙ্গে অবশ্য তিনি এও বলেছেন এরজন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে না। কারণ হলদিয়ায় এইচডিএ-র প্রায় ৬০০ একর যে জমি রয়েছে তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জায়গা দিতে কোন অসুবিধা হবে না। ঐ জায়গার মধ্যে ভবানিপুর, রায়চক থেকে বালুঘাটা যে জায়গাটা রয়েছে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়া যেতে পারে। মহিষাদলে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, জায়গাটায় ভাল শিক্ষার পরিবেশ থাকার জন্যই এখানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার যেমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি তেমনি কাপাসএড়িয়া জায়গাটাও জেলার কেন্দ্রস্থলে হওয়ার জন্য একটা সুবিধাতো আছেই। তাই সবদিক বিবেচনা করেই এই জায়গাটা বাছা হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় মানুষেরও আমরা সমর্থন পেয়েছি এখানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ব্যাপারটা নিয়ে। এইচডিএ-র চেয়ারম্যান শুভেন্দুবাবু এও বলেছেন, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় হলে শিক্ষার পরিবেশ যেমন আরও উন্নত হবে তেমনি স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বাগান তৈরি, গার্ড, ক্যান্টিন, সাইকেল স্ট্যান্ডের পাশাপাশি কিছু দোকানও গড়ে উঠবে। আর এর জন্য বাইরে থেকে লোক আসবে না, স্থানীয় মানুষরাই কাজ পাবেন।

ময়নার রসিকপুরে মন্দিরের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ মঙ্গলবার ময়না থানার অন্তর্গত রসিকপুর গ্রামে শ্রীশ্রী জনন্নাথ নাম হট্ট ও মন্দির উদ্বোধন এবং সনাতনী ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনায় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসকনের মহারাজ স্বামী প্রভুপাদ মহারাজ। নাম-গান সহযোগে গ্রাম পরিক্রমার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পরমানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৃণালকান্তি সামন্ত, শিক্ষক বিধুভূষণ কর-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। পরে মায়াপুরের ভক্তবৃন্দরা ভবনে কীর্তন পরিবেশন করা হয়। প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

শ্মশানে সমাজবিরোধীদের আনাগোনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরে রেল ব্রীজের পাশে দক্ষিণ বাসুলিপাট ও উত্তর তালগাছাড়ির শ্মশানে প্রতিদিন দিনে রাতে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ চলার অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ, শ্মশানের ফাঁকা ও জঙ্গলঘেরা নির্জনতার সুযোগ নিয়ে এখানে নিয়ম করে বসছে মদ-জুয়া-গাঁজার ঠেক। শ্মশান লাগোয়া রামনগর বাজার, রামনগর স্টেশন রোড, রাস্তার ধারে রয়েছে প্রচুর বসতবাড়ি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তাঁরা এই বিষয়ে প্রশাসনকে বহুবার অভিযোগ জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, শ্মশানের উত্তরোত্তর কোন উন্নতি হয়নি। পরিষেবাও ভালো নেই, কিন্তু শ্মশান ঘিরে চলা অসামাজিক কার্যকলাপ লাগোয়া এলাকার মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপদ্রবও বাড়ে। কখনও কখনও একা বা একাধিক ছাত্রী শ্মশান লাগোয়া রাস্তা দিয়ে টিউশন শেষে বাড়ি ফেরার সময়ে মত্ত যুবকদের কটূক্তির শিকার হচ্ছে। কখনও কোনও স্থানীয় বাসিন্দা শ্মশানে বসা মদ-জুয়ার ঠেক থেকে ভেসে আসা অশ্লীল, অশ্রাব্য কথাবার্তার প্রতিবাদ করলে তা নিয়ে বাঁধছে গন্ডগোল। এই শ্মশানঘেঁষা খাল পাড়ে প্রায়ই অসামাজিক কাজকর্ম চলে। মাঝেমধ্যে রামনগর থানার পুলিশ অভিযান চালায়, ধরপাকড় করে। তবে ২৪ ঘন্টা নজরদারি সম্ভব হচ্ছে না। রামনগর শহরের উত্তরে দক্ষিণ বাসুলিপাট ও উত্তর তালগাছাড়ির এই শ্মশানকে ঘিরে অবৈধ ও অসামাজিক কাজকর্ম রমরমিয়ে চলছে। সমস্যায় পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা মনজিৎ মান্না বলেন, শ্মশানকে ঘিরে কিছু সমাজবিরোধী ঠেক তৈরি হওয়ার ফলে সামাজিক পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনকে বারবার জানালেও কোন কাজ হচ্ছে। কেউই সমস্যার সুরাহা করতে পারছে না। এ নিয়ে তালগাছাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাকলি চন্দ বলেন, আমার কাছে এ বিষয়ে কোন খবর আসে নি। এটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হবে। এ নিয়ে রামনগর ১ ব্লকের বিডিও অনুপম বাগ বলেন, আমি রামনগর থানাকে বলব যাতে সব অসামাজিক কাজ বন্ধ হয়। তবে শ্মশান সংস্কারের জন্য বিধায়ককে জানাব।